মোনবী

কিশলয় চাক্‌মা

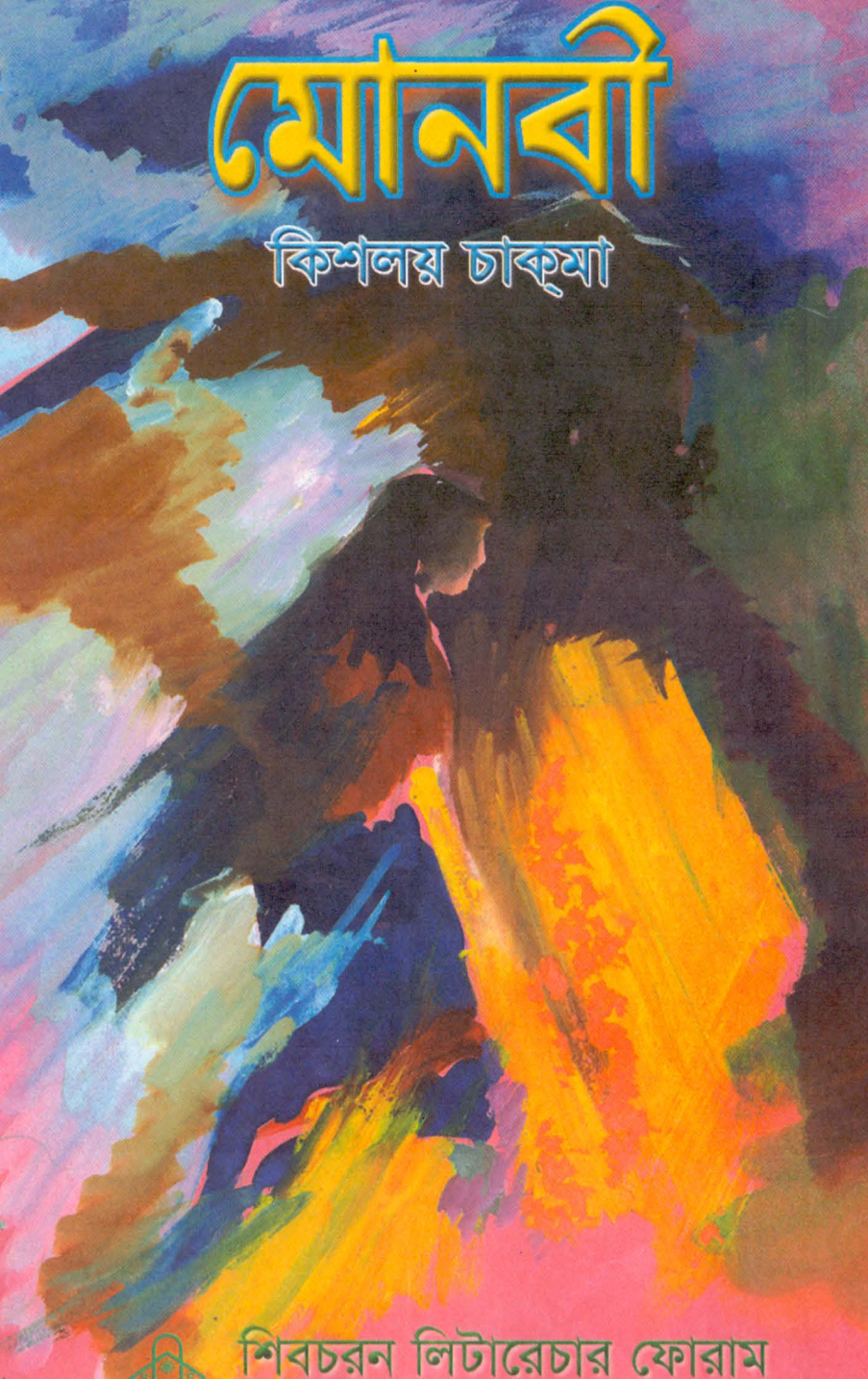

শিবচরন লিটারেচার ফোরাম

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Kbangsha Bhante

মোনবী

কিশলয় চাক্‌মা

শিবচরন লিটারেচার ফোরাম

মোনবী

প্রথম প্রকাশ ঃ আগষ্ট ২০০০ ইং

প্রকাশক ঃ মিলিন্দ চাকমা
শিচরণ লিটারেচার ফোরাম
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

প্রচ্ছদ ঃ জিংমুন লিয়ান বম

মুদ্রণ ও কম্পিউটার কম্পোজঃ মহুয়া কম্পিউটার্স

শুভেচ্ছা মুল্য ঃ উনানব্বই টাকা মাত্র
(বিক্রিত সকল টাকা আগামী প্রকাশনার জন্য ব্যায়িত হবে।)

MANOBI
by Kishalay Chakma,
Published by : Milinada Chakma,
Shibcharan Literature Form, Dhaka,Bangladesh.
First Edition : August 2000,
Price : Taka 89.00 Only.

উচ্ছুরেল্লুং

কলপনা নাঙে

যা নাঙ মুয়োত ললে হুয়োং গুজুরে
মাদি গিরগিরায়-
ভুজোল উদে মুরোয় মুরোয়।
যা নাঙ মুয়োত ললে আম্বক গরে
'কিয়্যে শিরশিরায়-
তা নাঙ ন' ফুরোয় ন' ফুরোয়।
যা নাঙ মুয়োত ললে পানি ঝরে
লো-অ উদুরায়-
কন'দিন আর ন' জুরোয় ন' জুরোয়।

*লেখকের অন্যান্য অপ্রকাশিত গ্রন্থ। শীঘ্রই প্রকাশের অপেক্ষায়-

ধলাকানার গিরিত্তি (সামাজিক নাটক গ্রন্থ)

আলাম (চাকমা ভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাস/উভোগব)

ভুজোল (দেশাত্ববোধক কবিতাগ্রন্থ)

কুড়িপাদা/সূচিপত্র

১.	কোবিতা / কবিতা	৫
২.	চম্বকনগর মর / চম্পকনগর আমার	৬
৩.	তুই নয়, মুই / তুমি নও, আমি	৮
৪.	ইরুক আমা ঠিগানা / সম্প্রতি আমাদের ঠিকানা	১১
৫.	মন / মন	১৩
৬.	ভুলিদুং নয় তরে /ভুলিব না তোমায়	১৫
৭.	ন্যুঅ সাম্বাদ শুলি ল' / সংবাদ শুনে নাও	১৬
৮.	জুগুলো, অক্ত উয়্যে / সেজে নাও,.সময় হয়েছে	১৯
৯.	ম' মনর মোনবী / মোর মনের মোনবী	২০
১০.	রাঙা আগুন ধাঙা যার /রাঙা আগুন জ্বলসে যায়	২২
১১.	এক্ক পেক /একটি পাখি	২৪
১২.	জেলখানা ভিদিরেত্তুন / জেলকক্ষ থেকে	২৫
১৩.	ছাব্বিশ বঝর বয়োস মর / ছাব্বিশ বছর বয়স আমার	২৭
১৪.	ও কালামেঘ / ওগো কালোমেঘ	২৯
১৫.	ইজেব– ৯৬ / হিসাব –৯৬	২৯
১৬.	ম' স্বয়সাগর ভাবনাত / বিরামহীন ভাবনায়	৩১
১৭.	আরো এইম ফিরি / আসব ফিরে	৩৩
১৮.	ফিরি এত্তন আমা মানুজ / ফিরে আসছে আমাদের লোক	৩৪
১৯.	মুই লোগাঙ / আমি লোগাঙ	৩৬
২০.	ঝারবো মন' ধারধারি / পাহাড়ী মনের শখ	৩৮
২১.	এগ্ কধায় সাত কধা /এক কথায় সাত কথা	৪০
২২.	কলপনা / কল্পনা	৪৩
২৩.	হিলচাদিগাং	৪৫
২৪.	টীকা (বর্ণানুক্রমে)	৪৭

কোবিতা

গজর গজর অসংখ্য কোবিতা অসংখ্য নাঙে
ম' পাণ্ডুলিপিবোত মুরগুজি আগন-
জন্ম দোং মুই।

সুগে দুগে আঝা এক্কান লোই
এই দ' দুই তিন দিন অল'
মু ই তারারে চোগ ফুদেই দোং-
পল্লে উম দিলুং মুই রেদ-দিন
একদিন আঙোচ্যে এল'
চাদে চাদে পূর্ণিমা চানোন ভরি
গাভিন ওই উদিলো,
এনে এনে বিদি গেল' কয়ক্কো দিন।
এঙোরি পাক্কা ছ' মাঝ কাদেলুং
মর উম্ দেনা থুম অল'।

কয়ক্কো ভুল অলাক-
তারপরে দি দিলুং ঝাগে ঝাগ ইরি।
এবার আদার ধরন-
আধার পেলে হুজিয়্যে নাক কুবি থান।
তারপর গুরিলুং রাধা-কুড়ি ভাগ
কিয়্যে অলাক রাধা আ কিয়্যে কুড়ি,
এঙোরি যায় মর দিন, লুড়ত ঝুরি ঝুরি।

কবিতা

গোছা গোছা অসংখ্য কবিতা অসংখ্য নামে
আমার পাণ্ডুলিপিতে মুখ গুজে আছে-
জন্ম দিয়েছিনু আমি।

সুখে দুঃখে প্রত্যাশা নিয়ে
এই তো দুই তিন দিন হল
আমি তাদের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছিলুম।
প্রথমে তা দিয়েছিনু আমি রাত-দিন
একদিন অমাবস্যা এলো
দেখতে দেখতে পূর্ণিমার চাঁদ ভরে
গর্ভিনী হয়ে উঠলো,
এভাবে কেটে গেল কয়েকটা দিন।
একে একে ছয়মাস কাটালাম
আমার তা দেওয়া শেষ হল।

কয়েকটা মন্দাতে হল
তারপর দিলাম ঝাঁকে ঝাঁক ছেড়ে।
এবার খাবার ধরে-
খাবার পেলে খুশীতে নাক ডুবিয়ে রাখে।

তারপর করলাম রাধা-কুড়ি* ভাগ
কটা হল রাধা আর ক'টা কুড়ি,
এভাবে যায় আমার দিন,
ভাঙা ঘরে জীবন গড়ি।

চম্বকনগর মর

চম্বকনগর মর
পত্তিদিন জুম পড়া আগুনত আঙি যিয়্যে.
সাত জনমর ম' কিয়্যে ছাবা,
হ্যারি ঘিয়্যে স্বর্গর আরুগ।
চম্বকনগর মর
হুয়ো ফুদো দক থেবে থেবেই ঝুরি যিয়্যে
ভালুকদিনোর ম' চোগপানি,

ভেবেই ধনপুদির পিচ্চোল মু।
চম্বকনগর মর
আওঝে জমেই থুয়ে সুনজুক ছারা
দেগেই ন' পাজ্যে ম' মন' দুগ,
কিরব্যে গুরোয় ধুরি ন' পিয়্যে কন' এক্কান পঝা।
চম্বকনগর মর
হ্‌রান উয়্যে ম বুগর বল ন' পিয়্যে বনিজেচ,।
চম্বকনগর মর
দমেই ন' পাজ্যে এ মনর তজিম ধারাজ
রুক্যে বুগত অভালেদর বেগ ধারধারি।
চম্বকনগর মর
স্বয়সাগর উবগীদ সিরিত্তির পথম ছড়ানাল
লা দীগোল পজ্জনর বলবলা শিঙোর।
চম্বকনগর মর
কন' এক ফংতুল্যে মোনঘরর লবাদস্যে ঘন্দি র-অ,
ঝারবো ফুলর মাত্তল বানেয়্যে চিন্দেবাঝ।
চম্বক নগর মর
গভা উয়্যে ম' কিয়্যের তাজা লো ফুদো,
ঘিলে লুদির দেবংসি ঘিলেফুল।
৮-৮-১৯৯৭ইং

চম্বকনগর আমার

চম্পকনগর* আমার
প্রতিদিন জুম* পড়া আগুনে জ্বলসে যাওয়া
সাত জনমের মোর দেহের ছায়া,
হারিয়ে যাওয়া স্বর্গের অস্থিত্ব।
শিশিরের মত ফোটা ফোটা ঝরে যাওয়া
অনেক দিনের আমার চোখের পানি,
দিদি ধনপুদির* পিচ্ছিল করা মুখ।

চম্পকনগর আমার
অনেক আশায় জমে রাখা স্বস্তিবিহীন
দেখাতে না পারা আমার মনের দুঃখ,
আদুরে শিশুর ধরে না পাওয়া কোন জিনিষ।
চম্পকনগর আমার
দমাতে না পারা এই মনের সকল বাসনা
রুগ্ন বুকের সিদ্ধিহীন যত হাহুতাস।
চম্পকনগর আমার
অসংখ্য উব'গীদ* সৃষ্টির প্রথম নদীর নালা,
সুদীর্ঘ রূপকথার বলিয়ান শেঁকড়।
চম্পকনগর আমার
কোন এক পাল তোলা মোনঘরের* সুকঠিন ঘটি শব্দ,
জংলীফুলের মাতাল করা সুগন্ধি।
চম্পকনগর আমার
ক্ষতস্থানে আমার দেহের তাজা রক্তের ফোটা,
ঘিলা* লতার অদৃশ্য ঘিলাফুল*।

তুই নয়, মুই

মুই যুদি উদুং রাধামন;
ধনপুদি অদে যুদি তুই-
এ দেঝর গাঙ' কুলে কুলে ঝুবো সেরে সেরে
এ দেজর বুগোত,
ফার সং এইল্ ধান' সেরে
জুমো তুগুনোত।

রাঙামাত্যেয়ান যুদি অদ' চম্পকনগর
এ জাগান অদ' ধনপাদা আদাম
সালে মন পুরো ব' নিজেচ্ ফেলেদং

জুমো ধানে ঘর ভোরেই সুগে দিন কাদেদং।
যুদি অদ' ফুরো মোননো
ফুগোংতুলী দেউ মুরো,
রিপ্‌রিপ্‌ দেগা যেদ' গজর গজর ওলোদ রঙর
নাক্‌শা ফুলুন।
কর্ণফুলীয়ান যুদি অদ' মেঘনার পার
ফংতুলি দিদুং তরে;
কধে- "তুই বানা মর, কন' জন নেই আর।"

কালিক-মুই দ' নয় রাধামন
ধনপুদি নয় তুই,
সেন্দই নয় চম্পকনগর রাঙামাত্যেয়ান,
হ্‌াঝি গেল' কুদু? জুরো লাগের সংসারান।

আমি ভালোক্কানি পাঝা হ্‌ারেয়্যেই
হ্‌ারেয়্যেই বিজগ, আঘরতার। আরো কদক উব'গীদ।
ওক্করুনো আগন সত্য, পরান নেই
বানা আগে সলঙান,
হ্‌ারাদে হ্‌ারাদে বে-গ-দ' হ্‌ারেই ফুরেলং
কেনে আর বাজিবং জনমান।

কদক রাজা এলাক-গেলাক
নাং দ' ন' জানিই তারারে
কি পেলং আর কি দেলং
কন্না কোই পারে?

ভাবি চা চিত্তবী-ভাবি চা লক্ষোবী
এ জ্যোব দের কন্না?
ইন্দি গেলে উন্দি গেলে
গোদা দেগে হিলে ভুই,

জানং, তুই এ জ্যোব্ দি পাত্যে নয়
এ জ্যোব দিবার লাক "তুই নয়, মুই।"
২২-৭-১৯৯২ ইং

তুমি নও, আমি

আমি যদি হতেম রাধামন;*
ধনপুদি* হতে যদি তুমি-
এই দেশের গাঙের পাড়ে পাড়ে
ঝোঁপের আড়ালে আড়ালে
এই দেশের বুকে,
কোমর বাঁধা সবুজ ধান ক্ষেতের আড়ালে
জুমের* উপড়ে।

রাঙ্গামাটি যদি হতো চম্পকনগর
এই জায়গাটি হতো যদি ধনপাদা* গ্রাম
তাহলে বুক ফুলে স্বস্থির নি:শ্বাস ফেলতাম।
জুমের ধানে ঘর ভরে সুখে দিন কাটাতাম।

যদি হতো ফুরো মোনটি* (পবর্তটি)
ফুগোংতুলী* দেবতার পাহাড়
অদুরে দেখা যেত দৃশ্যমান গোছা গোছা হলুদ রংঙের
নাগেশ্বর ফুলগুলো।
কর্নফুলিটি যদি হতো মেঘনার পাড়
পাল তুলে দিতাম তোকে
বলতে- "তুই শুধু আমার, কেউ নেই আর।"

কিন্তু-আমি তো নই রাধামন*
ধনপুদি* নও তুমি,
সেজন্য রাঙামাটি নয় চম্পকনগর,
হারিয়ে গেল কোথায়? পৃথিবীর দারুন নিরবতা।
আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি-

হারিয়েছি ইতিহাস, আঘরতারা* আর অসংখ্য
পালাগান।
অক্ষরগুলোও আছে সত্য, নিরব নিস্প্রান
শুধু আছে তার বিস্তৃত অস্তিত্ব।
হারাতে হারাতে সব তো হারাতে বসেছি
কি করে আর বাঁচিব জীবনে।

কত শাসক আসলো-গেলো
নাম তো জানি না তাদের,
কি পেলাম আর কি দেখলাম
কেউ তো বলতে পারেনি কিংবা পারে নাই।

ভেবে দেখ্ মা মনি, ভেবে দেখ্ গ্রাণের ধন
এর জবাব কে দিচ্ছে?
এদিকে যাই আর ঐদিকে যাই
সব খানে দেখা যায় অনাবাদি জমি,
জানি-এর জবাব তুমি দিতে পারবে না,
এই জবাব দেবার উচিত আমার, তোমার নয়
"তুমি নও, আমি।"
২২-৭-১৯৯৭ ইং
বঙ্গানুবাদ-সুমনানন্দ ভিক্ষু।

ইরুক আমা ঠিগানা

[গজেলুং সোনা, কমল, স্বপন আ জ্ঞান' রে]
ইরু ক আমা ঠিগানা
কন' এক কূল নেই ধজ্যে সাগরর বুগত
ডুবং ডুবং। তু-ও যের উজোনি-লামোনি চেরকিত্যে,
বিচ্চেচ্-অবিচ্চেঝর ছিন্দেভাঝ চুমি চুমি।
কিয়্যে বাদন পাঙ্যে-কিয়্যে ধজ্যন পাত্তলী
উজানার কন' থুম নেই .....।
ইরুক আমা ঠিগানা,

গাঝ্ বাঝ্ চোগত ন' পোজ্যে কন' এক
ধুল্যে চড়ত-পানি ঝাঁচে হ্রান।
এক কত্তি পানি পেবার ধারাজে
তজিম পুরো সময় কাদানাত
চিন্দে সাগরত ডুমি ডুবি দুব্ গিলানাত।

ইরুক আমা ঠিগানা
জুম পড়া আগু নত ধুমে ধুমেই আঙি যিয়্যে
গাঝ্-বাঝ' আরুগত। আগুন' দরে
লরিচরি উদানাত-বেসাস্যে ছদ্পদানাত।

ইরুক আমা ঠিগানা,
কন' এক বান্ধা কুড়ো লুড়ত, ঝুরি ঝুরি কাদানাত;
হক্কে পহ্র অব' পহ্র অব' গুরি
বেল' পহ্র বাচ্চেই থানাত।

ইরুক আমা ঠিগানা,
দগিন মেরুর-অগোর আন্দারত
ঘুরপাক খানাত। ইন্দি উন্দি ন্যুঅ আঝায়
ন্যুঅ পদ বিজিরানাত।

২২-৯-১৯৯৬ইং।

সম্প্রতি আমাদের ঠিকানা

[নিবেদন ঘোনা, কমল, স্বপন আর জ্ঞান-কে]

সম্প্রতি আমাদের ঠিকানা,
কোন এক কূলবিহীন গভীর সাগরের বুকে
ডুবু ডুবু। তবু যাচ্ছি উজানি-কিংবা নিচে চর্তূদিকে,
বিশ্বাস অবিশ্বাসের গন্ধ চুকে চুকে।
কেউ ধরেছে পাল-কেউ ধরেছে ধার
উজাবার কোন শেষ নেই....।
সম্প্রতি আমাদের ঠিকানা,
গাছ-বাঁশ চোখে না পরা কোন এক

মরুভূমিতে-পিপাসায় কাতর।
এক মগভর্তি পানি পাওয়ার প্রত্যাশায়
বুক ভরে সময় কাটনোতে,
চিন্তার সাগরে ডুবে জ্বিহবার পানি চেবানোতে।

সম্প্রতি আমাদের ঠিকানা,
কোন এক বন্ধ কুড়েঘরে, ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কাটানোতে
কখন প্রহর হবে প্রহর হবে করে
সূর্য্যের মুখ অপেক্ষায় থাকাতে।

সম্প্রতি আমাদের ঠিকানা,
দক্ষিণ মেরুর গভীর অন্ধকারে
ঘুরে ঘুরে থাকাতে। এদিক ঐদিক নতুন আশায়
নতুন পথ খোঁজাতে।

মন

বেলান ডুবেল্লোই-সাঝ গঙি এযের
ইরুক মুই আর আগ' দক নেই,
ম' বুগত যে মনান আগে
মন' দক আর নেই।
এক্কান মন' ভিদিরে মনে অয়
হাজার হাজার মন গজেই উদে আরো,
আর পুরোন মনান ক্ষয় অর
ইত্তুক ইত্তুক গুরি।

সালে কি এ মনান বেগ মিজে?
সালে কি এ জীংকানিয়ান বেগ মিজে?
-এচ্যে পথম হাবিলেচ্ মর ইয়েন।
ভোদা উয়্যে এচ্যে মর-

জীংকানির লুভ-দাব, রংধং, আজা-বেআজা বে-গ।
এচ্যে ম' চোগত আর স্ববন নেই,
এচ্যে মর আর কিচ্ছু চেবার নেই,
কিচ্ছু পেবার নেই,
জীংকানিয়ান কাদি যার মর হ্বিলেচ আ
হ্বামাদিভাঝ কোই কোই।

কি আর গুরিম মুই-
এ মনান ন' হ্বাঝে ন' মাধে
ভুদ-প্রেত ন' দরায়
চিগুত-চাগাত ন' গরে
কারো কধায় দুগ ন' পায়।
জীংকানির বেগ সুগ দুগ, নানা কাধা ভুলি
এ মনান শদ মুরি যায়
বানা শদ্ মুরি যায়।
২১-৮-১৯৯৬ইং।

মন

সূর্য্য ডুবু ডুবু-গোধুলী পড়ে আসছে
আজকাল আমি আর আগের মত নেই,
আমার বুকে যে মনটা আছে
মনের মত আর নেই।
একটার মনের ভেতরে মনে হয়
হাজার হাজার মন গজিয়ে উঠে আবার;
আর পুরনো মনটা ক্ষয়ে যায় প্রতিদিন
একটু একটু করে।

তাহলে কি এই মনটা সব মিছে?
তাহলে কি এই জীবনটা সব মিছে?

-আজকে প্রথম আফসোস আমার এটিই।
ভুটা হয়েছে আজকে আমার
জীবনের লোপ-লালসা, রংবাজ, আশা-প্রত্যাশা স-ব।
আজকে আমার চোখে আর স্বপ্ন নেই,
আজকে আমার আর কিছু চাওয়ার নেই,
কিছু পাওয়ার নেই,
জীবনটা কেটে যাচ্ছে আমার আফসোস আর
আমাদিভাঝ* জবে জবে।

কি আর করব আমি-
এই মন হাসে না কথা বলে না
ভুত-প্রেত ভয় পায় না,
ছট্‌পট্‌ করে না, কিংবা
কারো কথায় কষ্ট পায় না।
জীবনের সকল সুখ-দুঃখ, নানা কথা ভুলে
এই মন কেবল বেহুচ হয়ে যায়
শুধু বেহুচ হয়ে যায়
বেহুচ হয়ে যায়।

ভুলিদুং নয় তরে

[শ্রদ্ধেয় বিমল ভন্তে, প্রজ্ঞানন্দ ভান্তে আ শ্রদ্ধালংকার ভান্তেত্তুন ক্ষমা চেইনে]

ও মর আওঝর দোল মোনঘরান
মিঝি আগং মুই, ত' জুরো ছাবানত।
যেন্‌ তর নাঙান সেন্‌ তর দোলান
জুরেই উদে বুগর মর পরানত,
চৈত মাস্যে আওঝর বোইয়ের' সান,
মুই আগং ত' কায়, তুই ম' মনত?
ত' সান্যে জাগা আগে আর সংসারত?
যেদক্যে উদে ত-ইয়ত রাঙা বেলান।
আর কেনে ভুলিদুং মুই তরে? হুদা

আগং দ' বানা তরে এক রিঙি চেই।
মর ভুল যেদক্কানি, উয়্যে এক ঝদা,
ত' ইয়ত। দিচ মরে ক্ষমা গুরিনেই।
ত' কিত্যে কালামেঘ যুদি এস্রে আবাদা
তুও ন' ছারিম তরে, ন' যেম্ ফেলেই।
[চোদ্দ সুরবলা কোবিতা (সনেট)]

ভুলিব না তোমায়

[শ্রদ্ধেয় বিমল ভন্তে, প্রজ্ঞানন্দ ভন্তে আর শ্রদ্ধালংকার ভান্তের নিকট ক্ষমা চেয়ে]

৩ আমার সাধের সুন্দর মোনাঘর*
মিশে আছি তোমায় সুশীতল ছায়াতে।
যেমন তো নাম তেমন তুমি সুন্দর
জুড়িয়ে যায় গো বুকের এই মনেতে,
চৈত্রমাসের বাতাসের মত অন্তর।
আমি আছি তোরি কাছে তুমি মোর মতে,
কোথায় আছে আর এই সংসারেতে?
যেমনি পড়ে সকালে সূর্যের প্রহর।

আর কিভাবে ভুলিবো তোমায়? হে খোদা
আছিগো শুধু তোমারে এক দৃষ্টে চেয়ে।
আমার ভুল যতগুলি হয়েছে ঝোদা,
তোমার কাছে। নেই যে আমি ক্ষমা চেয়ে।
তোর দিকে কালো মেঘ যদি আসে গাদা,
তবু ছাড়বো না তোমায়, যাব না ধেয়ে।
(চতূর্দশপদী কবিতা (সনেট)

ন্যুঅ সাম্বাদ শুনি ল'

এক্ক পু-অ –
কালা পিত্তীমীত আবাদা জন্মেল' তে
চিগন এক্কান ঘরত।

নাঙে চিগন গরো
কধা কয় তাজ– তাজ ভরন- ভিরোন কিয়্যে
লেচ্চর পেচ্চর কানজাবা চুলোভাঝ।
কাবিল কধায় দাবী গরে তেঃ
"ন্যুঅ সাম্বাদ শুনি ল'
ন্যুঅ সাম্বাদ শুনি ল'
ন্যুঅ সাম্বদ শুনি ল'।"

পত্তি কধায় হুয়োং গুজুরে
মাদি গিরগিরায়,
আম্বক গরে হাজার হাজার মানেই।

চিগন গরো তে-
কালিক চিগন গুরোর ধং কুদু?
বিপ্লবী নয়-
তু-অ বিপ্লবর কধা কয় তে।
কোবি নয়-
দু-অ কোবিতার কধা কয় তে।

মুই তার দ্বিচোগত দেখ্যং-
মুজুঙোর রাঙাবেল চিকচিক
আওঝর জুন' পহর ধলাধলা।
তে ন্যুঅ গুরি বাজিবার চায়
বাজিবার নাঙে সুগ- শান্দি চায়,
আর চায় মুর গুজিবার এক্কান জাগা
যেনে তে ন্যুঅ গুরি ব'নিজেচ ফেলেই পারে,
যেনে তে ন্যুঅ গুরি পিত্তিমী বানেই পারে।
২৮-৯-১৯৯৬ইং।

সংবাদ শুনে নাও

একটি শিশু–
কালো পৃথীবীতে হঠাৎ তার আবির্ভাব
ছোট এক কুড়ে ঘরে।

নামে ছোট শিশু
বলিষ্ঠ দেহে কথা বলে সুকঠিন সুস্পষ্ট ভাষায়।
এলোমেলো তার মাথার চুলের ভাজ।
সুনিপুন ভাষায় সে দাবী করেঃ
"নতুন সংবাদ শুনে নাও
নতুন সংবাদ শুনে নাও
নতুন সংবাদ শুনে নাও।"

প্রতিটি কথায় ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়
মাটি কাঁপায়,
অবাক করে হাজার হাজার মানুষ।
ছোট শিশু সে–
কিন্তু ছোট শিশুর ধং কোথায়?
বিপ্লবী নয়–
তবু বিপ্লবের কথা বলে সে,
কবি নয়–
তবু কবিতার কথা বলে সে।

আমি তার দু'চোখে দেখেছি
সম্মুখের লাল সূর্যের প্রহর
প্রতিক্ষিত চাদেঁর প্রহর গোছা গোছা।
সে নতুন করে বাঁচতে চায়
বাচাঁর নামে সুখ শান্তি চায়
আর চায় মুখ গুজে থাকার মতো একটা প্লট।
যেন সে নতুন করে নি:শ্বাস ফেলতে পারে,
যেন সে নতুন করে পৃথিবী গড়তে পারে।

জুগুলো, অক্ত উয়্যে

আমি যদি ভেই পিজে পুরি যেই
কমলে আর উজেবং?
যাং ন' যাং পেজায়ান তেন্যেকানি ফাদায়ান
কমলে আর ফেলেবং ?
এব' আমি কদু বলেই আগিই গুদুগুদু
কমলে মুনেষ্যর অবং?
কদক গ্যান কদক গীদ চেবার আগে পিত্তিমীত
কমলে জানি লবং?
এ মন' কাজরান তিদে মু-অ কধায়ান
কমলে ভেই ছারিবং?
ভাবি চ' মানেইয়্যুন কদক আর যেবা ঘুম
ঘুমর কি থুম নেই।
তুই মুই মিলিনে হাদে হাদ ধুরিনে
তু-অ কি থেবং চেই?
সময় যেক্ষে আগে জুগুলো না দগে দাগে
কদক আর লাদি খেবা?
ইন্দি উন্দি ধেই ধেই কয়দিন আ থেবা ভেই
কদক আর পিজে যেবা?
২২-৫-১৯৯৭ইং

সেজে নাও, সময় হয়েছে

আমরা যদি ভাই পিছে পড়ে যাই
কবে আর উজাবো?
ফেলা না যাওয়া খড়টুকু তেন্যেকানি* ছেড়াটুকু
কবে আর ফেলাবো?
এখনও আমরা কোথায় হা-ডু-ডু বলে যায়
কবে মানুষ হবো ?

কত জ্ঞান কত গীতে চাওয়ার আছে পৃথিবীতে
কবে জেনে নেবো ?
এই মনের ময়লাটা তিক্ত মুখের কথাটা
কবে ভাই ছাড়বো?
পরকে নিন্দা করা পরকে ঘৃনা করা
কতো আর করবো?
ভেবে দেখ হে মানুষ ঘুমে আর কত বেহুচ
ঘুমের কি শেষ নাই?
তুমি আমি মিলে হাতে হাত ধরে
তবু কি থাকব চাই?
সময় যখন আছে নাও সেজে গুজে
কত আর লাটি খাবে?
এদিক ঐদিক ধেয়ে ধেয়ে কত আর থাকবে ভাই
কত আর পিছে যাবে ?

ম' মনর মোনবী

লাজাং লাজাং দরাং দরাং
কি এক অভালেদী মন লোই-
মোনবী ফিরি এযে ঘরত,
কন' এক মোনত্তুন।

ফিরি এসে সাজন্যের সাজ গঙি যাদে
কাল্লোং এক্ক বুগী–
লাঙেলর পদে পদে।
সাজ গঙি যায়, জুরো অয় পেগোর কিজিক কাজাক
অক্ত অক্ত শেইল ডাগি উদোন–
কুগুরোর গাংগাঙি কানত এযে,
মনত পড়ে মোনবীর
হ্‌রি যিয়্যে দিনুনোর কধা।

বুক্ক ছদ্‌পদায়– ছলা মারি উদে
তুও মোনবীর মন ন' ভাঙে
স্বয়সাগর স্ববন দেগে দ্বিচোগত ।

তারপর
তারপরেদি রেদ অয়
মোনবীর হ্‌াদ ঠেং অবশ ওই এযে
বেগ কিয়্যেন আলোচ্যে লাগে তার,
ঘুম ঘুম ঘুমর লাই চোগ বুদি এযং এযং।

মোনবী ঘুমত পরে–
নাক ডগরেই ঘুম যায়,
এক এক গুরি লামি এযে এক এক্কান স্ববন,
দোল দোল স্ববন,
মনে আয় ভালোক আঝায়
ভালোক্কানি মোনমুরো আওঝে হ্‌াঝন।
১৮-৩-১৯৯৪ইং।

মোর মনের মোনবী

লাজুক লাজুক দুরু দুরু স্বভাবে
কি যেন এক সিদ্দিহীন হৃদয়ে
মোনবী* ফিরে আসে ঘরে
কোন এক পাহাড় থেকে।

ফিরে আসে সন্ধ্যার সময়
ঝুরি একটা পিটে বয়ে
লাঙেলের* পথে পথে।
সূর্য ডুবু ডুবু- সাঝঁ পড়ে আসে স্তব্দ পাখীর গান
মাঝে মধ্যে শৃগালের হাকঁ উঠে –

কুকুরের ঘেউ ঘেউ কানে আসে।
মনে পড়ে মোনবীর
হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির কথা।
বুক ছট্‌পট্‌ করে-অস্থির অস্থির মন
তবু মোনবীর মন ভাঙে না-
সাগরের মত স্বপ্ন দেখে যায় দু'চোখে।

তারপর
তারপরে রাত্রি আসে-
মোনবীর হাত পা অবশ হয়ে যায়
সমস্ত দেহ আলসেমি লাগে তার,
ঘুম ঘুম-ঘুমের লাগি চোগ বুজে আছে।

মোনবী ঘুমে পড়ে-
নাক ডাকিয়ে ঘুম যায় সে;
এক এক করে নেমে আসে এক একটা স্বপ্ন
সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন-
মনে হয়-অনেক আশায়
অনেক পাহাড়-পর্বত খুশীতে হাসে।

রাঙা আগুন ধাঙা যার

রাঙা আগুনে ধাঙা যার গোদা চেরকিত্যে,
কি অব' আর কুগুর' দক বাজি থেনেই?
কয়দিন আর বুঝ থেবা
পরর ফেলেই দিয়্যে হ্‌ারকুড়া বাচ্চেই?
মন' কধা ভাঙি কণা
বুঝং ন' বুঝং গাংগাঙি র-অ লোই?
পেট পুরায় ঝুরি ঝুরি থেবা আর কয়বোদিন?
এক হ্‌াদ ধুলি পজ্যে ত' ঝিল্‌

নিজেচ ব' নিজেচ ফেলে ফেলেই থেবে আ
কয়বোদিন?
মাধাত চাবড় আ পিদিত হ্াদর পুচ্চোনি খেই
কদক্ষন লাড়েবে ত' লেজ?

সিয়েন বাদে, পাল্লে বুঝ গরেয়্যেরে মানি ন' লুয়ো
মানি ন' লুয়ো তুমি বুঝ ওই থানাগান।
হ্াত্তো, শুগুনো হ্ার-কুড়ার বদলে
থোগেই লোই তাজা লো-অ
চিগি লোই রাঙা আগুনত আমা খানা-দানা
শিঙ'লর দাগ ঢাগি দিনে গজেই উদোক
সিংহ্র দীগোল হেজ বেক্কুনর কিয়্যেত।
[মূল ঃ কোবি সুকান্ত-"১লা মে' কবিতা '৪৬"]
২-৬-১৯৯৫ ইং।

রাঙা আগুন জ্বলসে যায়

রাঙা আগুন জ্বলসে যায় সমস্ত চারিদিকে
কি হবে আর কুকুরের মত বেঁচে থেকে?
কতদিন আর চুপ থাকবে
পরের ফেলে দেয়া উচ্ছিস্থ হাড়ের অপেক্ষায়?
মনের কথা ভেঙ্গে বলা
বুঝা না বুঝা ঘেউ ঘেউ শব্দে?
পেটের ক্ষুধায় ঝিমিয়ে থাকবে আর কয়টাদিন?
এক হাত ঝুলে পড়া তোমার জ্বিহবা
নিঃশ্বাস ফেলে থাকবে আর কতকাল?
মাথায় আর পিষ্টে হাত বুলোনিতে
কতক্ষন ভুলে থাকবে পেটের ক্ষুধা আর
গলার শিকল?
কতক্ষন নাড়বে তোমার লেজ?

তারচেয়ে, পোষমানাকে অস্বীকার করো
অস্বীকার করো বশ্যতাকে।
চলো, শুকনো হাড়ের বদলে
খুঁজে নিই তাজা রক্ত
চিকে নিই রাঙা আগুনে আমাদের যত খাদ্য-
শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক
সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাঁড়ে।
[মূল ঃ কবি সুকান্ত-"১লা মে-র কবিতা'৪৬।"]

এক্ক পেগ

এক্ক পেগ ছদান ভারী
এক্ক পেগ লক্ষী
গোদা জনম ভর,
এক্ক পেগ দেবা ফুরি
ঝরেই দে ঝড়।
এক্ক পেগ উরি উরি
গোদা সংসার বেরায়
এক্ক পেগ মন' হুজিয়ে
নানা গীদ গায়।
এক্ক পেগ মন' দুগে
সারা দিন্ন কানে
এক্ক পেগ ধেলাত বুজি
সুগর বাহ্ বানে।
এক্ক পেগ ধুলি ধুলি
নানা স্ববন দেগে
এ পিত্তিমীত বেগ'রে নিনে
সুগর কধা লেগে।
১-৬-১৯৯৭ ইং

একটি পাখী

একটি পাখী দুষ্ট অতি
একটি পাখী লক্ষী-
কি যে ভারি মিষ্টি।
একটি পাখী আকাশ ফুঁড়ে
ঝড়িয়ে দেয় বৃষ্টি।
একটি পাখী উড়ে উড়ে
সারা সংসার বেড়ায়
একটি পাখী মনের সুখে
নানা গান গায়।
একটি পাখী মনের দুঃখে
সারাদিন কাঁদে
একটি পাখী ঢালে বসে
সুখের নীড় বাঁধে।
একটি পাখী দুলে দুলে
নানা স্বপ্ন দেখে-
এই পৃথিবীর সকলকে নিয়ে
সুখের কথা লেখে।

জেলখানা ভিদিরেত্তুন

[ল্যাটিন আমেরিকার কোবি আ বিপ্লবী রোকে ডালটনত্তুন ক্ষমা মাগানার লগে লগে]

তুই তর জেলখানা ভিদিরেত্তুন নিগিলি পাত্তে নয়।
বারে পাক্কা বেড়া, কাদা শিঙোল আ
লো-রদ অম'কদ'।
পারিবে?
পারিবে তুই সিনি লাদি মারি নিগিলি এই?
পাত্তে নয়!

কিন্তু তুও তুই আজা ন' হ্‌রেচ বুগর সাওজ ন' হ্‌রেচ।
রিঙি চা, ত' মুজুঙে জানালা ছেড়েদি-
ঠান্ডা বোইয়ের' লগে মানেয়্যর কোচপানা কদক
উম্‌উম্‌ গুরি এযের।
তুই বানা মনত রাগেচ-
এ দেজ আমার এ মাদি আমার
একদিন যে জাগান রাঙা-কালা, দুবে-সোজে
সাজেই পিত্তিমীর বুগত রাঙা গুরি ফুদেবং
সেক্কে রাঙা বেলান পত্তিদিন উদিবো-
তুই বাচ্চেই থেচ,
দেগিবে, জানালা ছেড়েদি সেক্কে বেল' হ্‌াদ ঠেং এই
তরে কদক কিরবে গরের।
১১-১-১৯৯৬ ইং

জেলকক্ষ থেকে

[ল্যাটিন আমেরিকা কবি আর বিপ্লবী রোকে ডালটনের নিকট ক্ষমা চেয়ে]]

তুমি তোমার জেলকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।
বাইরে পাকা দেয়াল, কাঁটা শিকল আর
লৌহা-রদ অনেক।
পারবে?
পারবে তুমি সেগুলো লাটি মেরে বাইরে আসতে?
পারবে না!
কিন্তু তুমি তবু আশা ছেড়ো না বুকের সাহস হেরো না
চেয়ে দেখ, তোমার সন্মুখে জানালার ফাঁক দিয়ে,
ঠান্ডা বাতাসের সাথে মানুষের ভালবাসা কত
শীতল হয়ে আসছে।
তুমি শুধু মনে রেখো-
এই দেশ আমাদের এই মাটি আমাদের।
একদিন যে জায়গাটি লাল কালো, সাদা-নীলে

সাজিয়ে পৃথিবীর বুকে রঙিন করে ফুটাবো।
সেদিন লাল সূর্য্য প্রতিদিন উঠবে
তুমি শুধু অপেক্ষা করো।
দেখবে সেদিন জানালার ফাঁকদিয়ে সূর্য্যের আলো
তোমাকে কত আদর করছে।

ছাব্বিশ বঝর বয়োস মর

ছাব্বিশ বঝর বয়োস মর কি আগাত্যে?
কি এদক লবাদস্যে পাং ম' এ জীংকানিগান?
কি চেলুং আ কি পেলুং ?
কি দিলুং আ কি নিলুং?
বেগ মিলি কি এক্কান ভাবায় মরে?
কি এক্কান পুজোর এযে এ মনত্তুন?
মুই কি ? মুই কন্না?
মুই কুদু আগং? মুই কুদু এলুং?
মুই কুদু যেম কদ্দুরত যেম?
মুই কন' জ্যোব ন' পাং।

ছাব্বিসশো বঝর, ছাব্বিসশো বারিজে
আ ছাব্বিসশো ফাগোন
কেনে কেনে কাদেলুং থাহর ন' পাং।
এক্কদিন মনে অদ' এক্ক বঝর
আ এক্ক বঝর মনে অদ' এক্ক যুগ।
সালে কি এ পিত্তিমীত বেগত্তুন বয়োসী মুই।
সালে কি এ পিত্তিমীত বেগত্তুন বুড়ো মুই?
যুদি অয়; সালে এদক্কানি পুজোর মর কুত্তুন?
কিত্যে বা এদক্কানি পুজোর?
কুলুগ জীংকানি আ কুলুগ পিত্তিমী ইদু
ইয়েন মর ভালোক দিনোর পুজোর,

ভালোক দিনোর নিলোচ
আ ভালোক দিনোর ধারাজ।
১২-১০-১৯৯৬ইং।

ছাব্বিশ বছর বয়স আমার

ছাব্বিশ বছর বয়স আমার কি যে কঠিন?
কি যে এত অস্বস্তি পাই আমার এই জীবনটা ?
কি চাইলাম আর কি পেলাম ?
কি দিলাম আর কি নিলাম ?
সব মিলে কি যেন ভাবায় আমাকে?
কি যেন একটা প্রশ্ন আসে এই মন থেকে?
আমি কি ? আমি কে ?
আমি কোথায় আছি? আমি কোথায় ছিলাম ?
কিংবা কোথায় যাব আর কতদুর বা যাব?
আমি কোন উত্তর পাই না।

ছাব্বিশটা বছর ছাব্বিশটা বর্ষা
আর ছাব্বিশটা ফাল্গুন
কিভাবে যে কাটালাম টের পাইনি।
একটা দিন মনে হত একটা বছর
আর একটা বছর মনে হত একটা যুগ।
তাহলে কি এই পৃথিবীতে সবার বয়সী আমি ?
তাহলে কি এই পৃথিবীতে সবার বুড়ো আমি ?

যদি তাই হয়; তবে এতগুলো প্রশ্ন কোথা থেকে?
কি জন্যই বা এতগুলো প্রশ্ন ?
দুঃখময় জীবন আর পৃথিবীর কাছে
এটা আমার অনেক দিনের প্রশ্ন,
অনেক দিনের কৈফিয়ত
আর অনেক দিনের বিস্বাদ।

ও কালা মেঘ

ও কালোমেঘ শুনি যা ম' কধা
হুদু আমা চম্বকনগর হুদু ধনপাদা।

পর' দেঝত গিরিত্তি আমার পর' দেজত ঘর
পর' দেঝত বাজি থানা আরো কদক বঝর।
ও এ সংসারত চম্বক নাঙে কন' জাগা থেলে
কোই দিচ্চই তুই, আমি সুগে নেই।

হুদু আগে চম্বকনগর হুদু আমা ধানপদা
দেঝ ছাড়িনে এচ্যে আমি অলং ছারানাদা।
ও এ পিত্তিমীত চাংমা নাঙে যুদি বাজি খেলে
কোই দিচ্চই তুই, আমি তারে চেই।
৫-৮-১৯৯৭ইং।

ওগো কালোমেঘ

ওগো কালোমেঘ শুনে নাও মোর কথা
কোথা আমাদের চম্বকনগর* কোথা ধনপাদা*।

পরের দেশেতে সংসার মোদের পরের দেশে ঘর
পরের দেশে বেঁচে থাকা আর কত বছর।
ওগো এ সংসারে চম্পক নামে কোন জায়গা থাকলে
বলে দিও তুমি; আমরা সুখে নাই।

কোথা আছে চম্পকনগর কোথা মোদের ধনপাতা
দেশ হারিয়ে আজকে আমরা হলাম সর্বহারা।
ওগো এ পৃথিবীতে চাকমা নামে যদি বেঁচে থাকলে
বলে দিও তুমি, আমরা তাকে চাই।

ইজেব'৯৬

কেয়্যই যেবার গম পান উজোনি– উগুরে উজেবার
কেয়্যই যেবার গম পান লামোনি– তলেদি লামিবার,
মুই গম পাং দু'নোগান, তাল মিলেই চলিবার।

কেয়্যই যাদন উজোনি কেয়্যই যাদন লামোনি
বোই থিয়্যে নেই,
জাদর ইজেব গুরিবার এচ্যে ইজেব গরেয়্যে নেই।

শুনি ল' মানেইলক শুনি ল' পিত্তিমী
এবার মুই ইজেব গরেয়্যে -মুই ইজেবী।
ম' কাম ইজেব গরানা-ইজেব গুরি সময় কাদানা।
উত্তর-দগিন-পুগ-পজিম চেরকিত্যে
'কি অর, কি ন' অর, কেনজাং অর, কেদক্যে অর?
ইনি মর ঘাদানা, ঘাদি ঘাদি তগানা।
কন্ বামত কাবা খেলাক
কন্ বামত গুলি খেলাক
ইনি মর তগানা-তগে তগেই বর মাগানা।

চিনি ল' মানেইলক মরে চিনি ল' পিত্তিমী
এবার মুই ইজেবী-জাদর ইজেব গরেয়্যে,
এবার মুই বিজগ-বিজগ পাদা লেগেয়্যে।
৩-১০-১৯৯৬ ইং।

হিসাব '৯৬

কেউ যাবার ভাল পায় উজানি-উপরে উজাতে
কেউ যাবার ভাল পায় নামতে-নিচে নামতে,
আমি ভাল পাই দু'টো-তালে তাল রাখতে।
কেউ যাচ্ছে উজানি-কেউ যাচ্ছে নিচে নেমে
কেউ তো স্থির নেই,
জাতির হিসাব এসেছে এবার -হিসাব করার নেই।

শুনে নাও হে মানব, শুনে নাও পৃথিবী
এবার আমি হিসাব করব-আমি হিসাবী।
আমার কাজ হিসাব করানো, হিসাব করে সময় কাটানো।
উত্তর-দক্ষিন-পূর্ব-পশ্চিম চারিদিকে

কি হচ্ছে, কি হচ্ছে না কেনইবা হচ্ছে না?
এগুলো আমার উল্টিয়ে দেখা উল্টে উল্টে খুঁজা।
কোন বনে জিবা্ আছে
কোন পাহাড়ে কিবা আছে
এগুলো আমার খোঁজা আর খুঁজে খুঁজে মোনাজাত করা।

চিনে নাও হে মানব আমায় চিনে নাও পৃথিবী
এবার আমি হিসাবী জাতির হিসাব করব,
এবার আমি বিজগ* -বিজগ পাতা গড়ব।

ম' স্বয়সাগর ভাবনাত

এই কুলুগ জীংকানিত মুই এক্কান জিনিস তগাং
তা নাং সুগ---।
তগাং গাঙ' কুলে কুলে ঝুবো সেরে সেরে
দগিনর ফন্ বৌইয়ের' নালত
শন দুবো-খাঙারা দুবো ছড়ছড়নিত।

তারে মুই তগাং বার্ঝের ঝড়' ফুদোত
এইল্ এইল্ গাঝ-বাঝ' পাদাত,
ন' অলে চিজির হুজি হুজি নুদি নুদি
ফন্ হ্াজিবোত।
হ্য়দ্ তগাং মোনমাধা ধুরি উড়ি যানা,
এক পাল মেদনী বাগীার ঝাগত,
কন' এক মিদে স্ববনত,
কাদি আগুন মাঝত ভমড়া গুজুরানিত।
হ্য়দ্ সাজন্যের জুমো পদ ধুরি এযানা
জুম্মবীর দোল পুল্লেঙোত আ- '
তা দীঘোল চুলোনিত।
আগাজত অভেদর ফন্ ফন্ তারা ঝাগত।

হ্য়দ তগাং ঢিঙি ডগরানিত, ফুল' তুম্বাজত
বেন্যেপোত্যে রাঙা বেলর সদগত।

তগাদে তগাদে এচ্যে মুই হ্রান্ উলুং
রদ-বল্ আজা-পাজা বেগ মুই হ্রারেলুং
তুও দ' ন' পেলুং তারে।
এবার মুই তোগেম, ম' করত-ম' মনত
ম' স্বয়সাগর ভাবনাত।

বিরামহীন ভাবনায়

দুঃখে গড়া এই জীবনে আমি একটি জিনিস খুঁজি
তার নাম সুখ--।
খুঁজি নদীর পারে পারে-ঝোপ -ঝাঁড়ে
কিংবা দক্ষিনার বাতাসে বাতাসে,
নল খাগড়ার ঝোপের ছড়ছড়ানিতে।

তারে আমি খুঁজি বর্ষার বৃষ্টির ফোটাতে
সবুজ-শ্যামল গাছ বাঁশের পাতায়,
না হয় খুঁজি আমি বলিষ্ঠ শিশুর অপূর্ব স্বপ্নীল হাসিতে।
হয়তো খুঁজি পাহাড়ের শেষমাথা ধরে উড়ে যাওয়া
একদল মেদনী বার্গীর* ঝাঁকে,
কোন এক মধুমাখা স্বপ্নের মাঝে,
কার্ত্তিক অগ্রায়নে ভোমড়ার গুঞ্জরনে।

হয়তো সন্ধ্যায় জুমের* পথ ধরে ফেরা
জুম্মবীর* হাতে গড়া সুনিপুন ঝুড়িতে আর
তার সুদীর্ঘ কালোচুল ঝুলুনিতে।
আকাশে হাজার তারার মিটি মিটি আলোয়।
হয়তো খুঁজি ঢেঁকির শব্দে কুলের সুগন্ধে
প্রভাতে রঙিন সূর্য্যের আলোয়।

খুঁজতে খুঁজতে আজ আমি ক্লান্ত হলাম
'সকল আশা-প্রত্যাশা সবটুকু হারালাম,
তবু পেলাম না তারে।
এবার আমি খুঁজিব তারে আমার মনে আমার প্রানে
আমার বিরামহীন ভাবনায়।

আরো এইম্ ফিরি

আরো এইম্ ফিরি শন দুবো খাঙারা দুবো সিরি সিরি
এ ভরন্দি আদামত।
হ্য়দ' গায় নয়
হ্য়দ' এক পাল সমাজ্যে সমারী লোই
লাঙল'পদ ন' অলে জুমোপদ ধুরি,
এইম্ মুই সাত গাং তের' বিল সাজুরি সাজুরি
ভাদে-পানিয়ে ভরা এ ভরন্দি আদামত।
হ্য়দ' এইম্ গায় গায় হ্যাঝি-হুজি মুয়্যে
হ্যাত্তের কানাত গুরি
মনত এক বুগী সুগো স্ববন লোই
বোইয়েরে বোইয়েরে।

সোদিন্যে হ্য়দ' লাগাত পেন্বি
মা-বাপ, ভেই-বোন
হ্য়দ' আরো একপাল গর্ভা কুদুম।
তারারে মুই ম' কোচপানা জানেম,
জানেম মুই মর আওঝর এক কুজোলী
আরো এইম্ ফিরি ম' আওঝর
জাগানত ন্যূ-অ গুরি
হ্যাঝি মুয়্যে এচ্যে মুই বেগ' ইদু কথা দিলুং
আরো এইম্ ফিরি, এইম্ ফিরি ন্যুঅ গুরি
সোনায় রুবোয় ভরা এ ভরন্দি আদামত।

আসব ফিরে

আবার আসব ফিরে শন কিংবা নল খাগড়ার বন
ছিরেছিরে, এই ঘর ভর্তি গাঁয়ে।
হয়তো একা নয়,
হয়তো এক দল সহপার্টি নিয়ে
সন্ধ্যার নদীপথ না হয় জুমের* পথ ধরে,
আসব আমি সাত নদী তের বিল সাঁতরিয়ে
ভাত আর পানিতে ভরা এই ঘর ভর্তি গাঁয়ে
হয়তো আসব একা একা হাসি-খুশী মুখে
কিছু কাঁদে নিয়ে
মনে এক ঝুঁড়ি সুখ আর স্বপ্ন নিয়ে
দক্ষিনার বাতাসে বাতাসে।

সেদিন হয়তো নাগাল পাবো
মা-বাপ, ভাই-বোন
হয়তো আরও এক দল আত্মীয় অতিথি।
তাদেরকে আমি আমার ভালবাসা জানাবো।
জানাবো আমি আমার খুশীর আহবান।
আবার আসব ফিরে আমার সাধের
জায়গাতে নতুন করে।
হাসি খুশী মুখে আজ আমি সবার কাছে
কথা দিলাম-
আবার আসব ফিরে নতুন করে
সোনা-রূপায় ভরা এই ঘর ভর্তি গাঁয়ে।

ফিরি এত্তন আমা মানুজ

ও কুলেত্তুন;
ফিরি এত্তন আমা মানুজ আমা জাদ ভেই
বেগর মনত হাঝি-হুজি সুগর থুম নেই।

কুড়িয়ান দাবী-দাবা কুড়িয়ান সুগ যুদি ঠিক থায়
এগে এগে ফিরি বেপং বেক্কুন, পেবং আমি কায়।
নিজ' দেঝ নিজ' মাদি কন্না ন' চায় চেই
নিজ' দেঝত শান্দি থেলে কিত্যে সালে লাড়েই?

তেম্মাং সুলুক গত্তন কিয়্যে শুনির এবারে
আজা আজা এক বুক আজা স্ববন' সমারে।
দেঝ বিদেঝত জানি পাত্তন আমা মন' কধা
পেলেও পেই পারিই যুদি থেই ঝদা।
কদক বোন হ্‌াজি গেলাক কদক ভেই শেজ
কদক মানুজ দুগ পেলাক্কোই ছারি নিজ' দেঝ।
কদক পরান দিলোং ধালি কদক লো-অ দির
তুও নেই সুগর দেগা, নেই কন' শান্দির
এ পিথ্বীমিত এ জাগানত শান্দি কিত্যে নেই
যুদ্ধ নয় যুদ্ধ নয় শান্দি বেগে চেই।
২৮-৩-৯৭ ইং

ফিরে আসছে আমাদের লোক

ঐ কূল থেকে;
ফিরে আসছে আমাদের লোক আমাদের জাতি ভাই
সবার মুখে হাসি-খুশী সুখের শেষ নাই।
বিশটি দাবী-দাওয়া বিশটি সুখ যদি ঠিক থাকে
একে একে ফিরে পাবো, কাছে পাবো সবাইকে।
নিজের দেশ নিজের মাটি সবাই চায় শুদ্ধ
নিজের দেশে শান্তি থাকলে কেন তবে যুদ্ধ?
আলাপ আলাপন করছে কেউ শুনছি এবারে
আশা আশা এক বুক আশা প্রতি ঘরে ঘরে।
দেশে বিদেশে জানতে পারছে আমাদের মনের কথা
পেলেও পেতে পারি যদি থাকি একতা।

কতো বোন হারিয়ে গেল কতো ভাই শেষ
কতো লোক কষ্ট পেলো ছেড়ে গিয়ে স্বদেশ।
কতো জীবন হলো বলি কতো রক্ত দিচ্ছি
তবু নেই সুখের দেখা, নেই কোন শান্তি।
এই পৃথিবীতে এই জায়গায় শান্তি কেন নাই?
যুদ্ধ নয় যুদ্ধ নয় শান্তি সবাই চাই।

মুই লোগাঙ

মুই লোগাঙ,
এক বুগ মন' দুগে
জনমান মুই লো-অ ওই লামি যাঙ।
মুই রেক্ষস নয়, চিগোন এক্কান ছড়া বানা
ম' বুগত তুও কি মানুজ ধালি দেনা!
কন্ আঝায়; কি দিম মুই তোমারে!
পুজোর এচ্যে বেগ' ইদু পত্তি ঘরে ঘরে।
ম' নাঙ লোগাঙ আ পূজগাঙ ম' ভেই
আম্বক অবার নয়-আমা নাঙ পেই।
বিজগ সাক্ষী আগে মর ভালোক দিনোর
বুক্ক মর সেন্দই আমিজে গোর গোর।
রাগে মর কিয়্যেন গিরগিরায়
ম' বুগত যে লো-অনি জমা খিয়্যে
এচ্যে বেগ উদুরায়।
মুজুঙে কি আগে কি নেই;
গঙার মুই, বেগ নিম ওজোরেই।

এচ্যে পথম ভাঙানা ম' মন' দুগ
শুনি ল' বেগে. ন' চাঙ মুই কন' ভুগ!
ম' লো-অ ছিদি আগে দেঝ বিদেঝত
ভারত, প্রশান্ত, আটলান্টিক আ

বেগ সাগর মহাসাগরত।
হুদু নেই ম' লো-অ; শুনি ল' যাদি
মনে কলে পারং মুই হ্াদ' বোম ফাদি।
২১/১১/৯৭ ইং

আমি লোগাঙ

আমি লোগাঙ,
এক বুক মনের দুঃখে
চিরদিন আমি রক্ত হয়ে বয়ে যায়।
আমি রাক্ষস নই, ছোট্ট একটা নদী
আমার বুকে তবু কেন মানুষ দাও বলি!
কিসের আশায়; কি দেব আমি তোমারে!
প্রশ্ন আজ সবার কাছে প্রতি ঘরে ঘরে।
মোর নাম লোগাঙ আর পূজগাঙ মোর ভাই
আমাদের নাম পেয়ে-আশ্চার্য্য হতে নাই।
ইতিহাস সাক্ষী আছে আমার অনেক দিনের
বুক আমার তাই ভার ভার সারাক্ষণ, দুঃদিনের।
রাগে আমার শরীর কাঁপে
আমার বুকে যে রক্ত জমা খেয়েছে
আজ সব উঠে ফেপে।
সম্মুখে কি আছে কি নেই;
মাতাল আমি, সব নেব ছিনিয়েই।

আজ প্রথম বলা আমার মনের দুঃখগুলি
শুনে নাও সবে, চাই না আর কোন বলি।
আমার রক্ত ছড়িয়ে আছে দেশে বিদেশে
ভারত, প্রশান্ত, আটলান্টিক আর সব
সাগর মহাসাগরে।
কোথায় নেই আমার রক্ত; শুনে নও সবে
ইচ্ছে হলে পারি আমি হাতের বোমা ফেটে।

ঝারবো মন' ধারধারি

দ্বিচোগত অঝার স্ববন লোই মোন' মাধা ধুরি
কন' এক তজিম ধারাজে,
মুই আগাজত দো-অ মিলি উড়িবার চাং;
মুই উড়ি ন' পারং।
এক দাগিয়্যে বাদোল মারি দো-অ ভাঙি দোন।
এদেঝের পত্তি মানজ্য কধায় হ্াদে হ্াদ মিলেই
মুই আওঝে হ্াত্তের কানাত লবার চাং;
মুই লোই ন' পারং।
এক দাগিয়্যে মর ইত্ত কুদুম মারে ফেলেই দোন।
কোই ন' পাজ্যে কিছু কধা
গেই ন' পাজ্যে কিজু গীদ
মুই মর লো-অ ফুদো লোই ন্যুঅ গুরি লিগিবার চাং ;
মুই লিগি ন' পারং।
এক দাগিয়্যে ম' হ্াদ কিরিচ্চোই কাবি দোন।
ম' সদর ভেই লাড়েয়ত ধালি খেল'
চিগোন বোন মুকতিরে ধুরি নেযেলাক'
মুই তুও মন' বল ন' হ্ারাং।
বাজিবার নাঙে মুই ন্যুঅ গুরি ব'নিজেচ ফেলাং;
মুই ফেলেই ন' পারং
এক দাগিয়্যে ম' নাগ-কান ছিবি ধরন।
কন' এক্ক জাদ ভেই যদি কাবা খেই মরে
কন' এক্ক জাদ মিলে টানি নিদে দেলে
মুই অলর থেই ন' পারং
রাগে কিজেগ কারানা এযে
মুই জিজেগ কারি ন' পারং ।
এক দাগিয়্যে ম' তদা ছিবি ধরন।
মুই এ দেঝর মুরোমুরি সেরে এ মাদির বুগত

সুগোর সংসার বানেবার চাং;
মুই বানেই ন' পারং ।
এক দাগিয়্যে মরে গুলি অর্ডার গরন ।
৫-১-১৯৯৭ইং।

পাহাড়ী মনের শখ

দুচোখে ভরা স্বপন নিয়ে পাহাড়ের চূড়া ধরে
কোন এক অদম্য উৎসাহে,
আমি আকাশে পাখা মেলে উড়তে চাই;
আমি উড়তে পারি না।
কেউ যেন তীর মেরে পাখা ভেঙে দেয়।
এদেশের প্রতি মানুষের কথায় হাতে হাত মিলিয়ে
আমি বুক শক্ত করে অস্ত্র কাদেঁ নিতে চাই,
আমি নিতে পারি না।
কেউ যেন আমার আত্মীয় মেরে ফেলে দেয় ।
বলতে না পারা কিছু কথা
গাইতে না পারা বিছু গান
আমি আমার রক্ত বিন্দু দিয়ে নতুন করে লিখতে চাই;
আমি লিখতে পারি না।
কেউ যেন আমার হাত কিরিচ দিয়ে কেটে দেয়।
আমার সহোদর ভ্রাতা যুদ্ধে বলি হলো
ছোট বোন মুক্তিকে ধরে নিয়েছে,
আমি তবু মনোবল হারায় না।
বাচাঁর নামে আমি নতুন করে স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলি;
আমি ফেলতে পারি না।
কেউ যেন আমার নাক কান চেপে ধরে।
কোন এক জাতি ভ্রাতা যদি কাটা খেয়ে মরে
কোন এক জাতি বোন ধরে দিতে দেখলে

আমি চুপ থাকতে পারি না
রাগে হিংসায় চিৎকার করি;
আমি চিৎকার করতে পারি না।
কেউ যেন আমার গলা চেপে ধরে।
আমি এই দেশের পাহাড়ে পাহাড়ে এই মাটির বুকে
সুখের সংসার গড়তে চাই;
আমি গড়তে পারি না।
কেউ যেন আমাকে গুলির অর্ডার করে।

এক কথায় সাত কথা

পত্তিদিন মানুষ মরন–
পত্তিদিন কান্‌জাবা ভাদ খেই যান ফাত্তো কুগুরে।
আর মুই; মুই দ' যে আগ' সান অলর
এগামনে এগাচিত্তে ধর্ম পদত থিয়েয়্যে।
আমিজে বুদ্ধর অহিংঝের মন্দর জবি যাংঃ
"বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি
ধম্মং সরনং গচ্ছামি
সংঘং সরনং গচ্ছামি।"

ইরুক কয়জনে পা বুঝিই ধর্ময়ান
ধালি মাগে ধালি মাগে এব' বর ছড়াগান।
এইল্ গাঝ, মুরোমুরি, পদ ঘাদ আরো কদক ....
যেদক মানে সেদক ভাঙে সুগোর ঘর গিরিত্তি,
ন' অলে মুই আ কোম, বন' বাঘে ন' খাদে
মন' বাঘে খায়।
পুরোনি যুগ কন্ আগে যিয়্যেগোই
জিদেজিত্যের যুগ চলের মুজুঙে নানা বাবত্যে যুগ এযের
চুলিবং কেনে- বাজিবং কেনে!
কায় কুড়ে দশজন আগন, জ্ঞানী গুনি আগন

তারাল্লোই মিঝিবং কেনে!
সময় নেই – সময় যার;
মুজুঙে আঙচ্যের গুর আন্দার লুমিলোগি।
আর মুই; মুই দ' যে আগ' সান অলর
এগামনে এগাচিত্তে ধর্ম পদত থিয়েয়্যে।
আমিজে বুদ্ধর অহিংঝের মন্দর জবি যাংঃ
" বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি
ধম্মং সরনং গচ্ছামি
সংঘং সরনং গচ্ছামি"।

হিংঝে - পিঝুম, রেজারেজি নিত্যে আমা ইদু
চুর, ডাগেত, মিঝে কধা বাদ ন' পরে কিজু।
মদ ভাং, জুয়ো খারা আরো কদক.....
কাবাকাবি মারামারিয়্যে দেশ্চান ভরি যায়।
ন' থামায় ন' থামায় কন' দিন ইদু পিথিমীর ব্যুহচক্র।
আমিজে ঘুরে – আমিজে ঘুরি থায়।
আর মুই; মুই দ' যে আগ' সান অলর
এগামনে এগাচিত্তে ধর্মপদত থিয়েয়্যে।
আমিজে বুদ্ধর অহিংঝের মন্দর জবি যাং ঃ
" বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি
ধম্মং সরনং গচ্ছামি
সংঘং সরনং গচ্ছামি।"
২০-৯-৯৮ইং।

এক কথায় সাত কথা

প্রতিদিন মানুষ মরে–
প্রতিদিন কানজাবা* ভাত খেয়ে যায় ফাত্তো* কুকুরে
আর আমি; আমি তো সেই আগের মতো চুপ
একমনে একাগ্র চিত্তে ধর্মের পথে দাঁড়িয়ে।

সারাক্ষন বুদ্ধের অহিংসার মন্ত্র বলে যায়ঃ
" বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি
ধর্ম্মং সরনং গচ্ছামি
সংঘং সরনং গচ্ছামি।"

সম্প্রতি কতো জনে বুঝি ধর্মটাকে
বলি মাগে বলি মাগে এখনো বড় নদীগুলো।
সবুজ গাছপালা, পাহাড়, পথ- ঘাট আরো কতো....
যত মানে তত ভাঙে সুখের ঘর সংসার,
না হয় আমি আরো বলি, বনেরবাঘে না খেতে
মনের বাঘে খায়।
পুরনো যুগ কোন আগে চলে গেছে
প্রতিযোগীতার যুগ চলছে - আগামিতে নানা যুগ আসছে।
চলবো কি করে– বাচঁব কি করে!
ধারে কাছে দশজন আছে, জ্ঞানী গুনী আছে–
তাদের সাথে মিশিবো কেমন করে!
সময় নেই – সময় যাচ্ছে;
সম্মুখে অমবশ্যার কালো অন্ধকার এসে পড়ল,
আর আমি; আমি তো সেই আগের মতন চুপ
এক মনে একাগ্র চিত্তে ধর্মের পথে দাড়িয়ে।
সারাক্ষণ বুদ্ধের অহিংসার মন্ত্র বলে যায়ঃ
" বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি
ধম্মং সরনং গচ্ছামি
সংঘং সরনং গচ্ছামি।"
হিংসা প্রতিহাংসার রেশ নিত্য আমাদের এখানে
চোর, ডাকাত, মিথ্যা বলা কিছুই বাদ পড়ে না।
মদ্যপান জুয়া আরো কতো....
কাটাকাটি মারামারিতে দেশ ভরে যায়।
না থামায় নাথামায় কোন দিন এখানে

পৃথিবীর ব্যূহচক্র-*।
সারাক্ষন ঘুরে - সারাক্ষন ঘুরে থাকে,
আর আমি; আমি তো সেই আগের মতন চুপ
এক মনে একাগ্র চিত্তে ধর্মের পথে দাড়িঁয়ে–।
সারাক্ষন বুদ্ধের অহিংসার মন্ত্র বলে যায়ঃ
"বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি
ধম্মং সরনং গচ্ছামি
সংঘং সরনং গচ্ছামি।"

কল্পনা

রাঙামাত্যে ফুরোমোনর অজল চুগোত
পত্তিদিন চুল মিলি এক্ক মিলে থিগেই থায়
সাজন্যে অলে চোগত পরে–
কিয়্যে কন্ ভূত, কিয়্যে কন্ প্রেত, কিয়্যে কন্ পুরী।

মুয়ান তার রাঙা কালা মনান বিরুং বিরুং
আমিজ্যে দর দর তর তর,
বুক ফাদা কিজেগ কারি হুয়োং গুজোরেই দে
কালিক সে কিজেগ কন' জনে ন' শুনন।
মনত তার এক বুক কধা – ভাঙি চুরি কয়
কিয়্যে ন' গুনন- কিয়্যে ন' বুঝন
বেগে তারে বুব ভাবন।
দ্বিচোগত তার অজার স্ববন লুগি আগে
কালিক থেবে থেবেই পানি ঝরের কিত্যে?
সে কমলেত্তুন ধুরি ঝরেত্তে- এব' ঝুরি ন' ফুরোয়
হ্য়দ পানিও নয় সিনি -লো-অ, তাজা লো-অ।
লো-অ লোই লামি যার ছড়া দক দূরত ভালদূরত
মিঝি যার সাগর মহাসাগরত–
একদিন ছিদি পুরিবো গোদা পিথিমী সং
কিয়্যে তারে কন্ ভুত কিয়্যে কন্ প্রেত, কিয়্যে কন্ পুরী।

বুগত তার দুগ আগে আদং ন' আদং
পিনোন খাদি ফাদা ফাদা, গভা উয়্যে মন,
কিয়ে জগা আজুর খিয়্যে দাগ তার
চদর ভদর চুল - কয়দিন অল' থিগেই আগেদে
কিয়্যে তারে কন ভুত, কিয়্যে কন প্রেত, কিয়্যে কন পুরী,
বেগ' ইদু রল' তে জনমান অচেনা–
মুই তারে নাঙ দোং– তে অল' কামাক্কায়
হিল চাদিগাঙর হারি্ যিয়্যে কলপনা।
নিবা ২৬-৫-২০০০

কলপনা

রাঙ্গামাটি ফুরামোনের* উচু চুড়ায়
প্রতিদিন খোলা চুলে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে
ভরা সাজে চোখে পড়ে-
কেউ বলে ভুত কেউ বলে পেত কেউ বলে পুরী।

মুখটি তার লাল কলো মনে ভিরু ভিরু
সারাক্ষন ভয় ভয়
বুকফাটা চিৎকার করে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তোলে
কিন্ত সে চিৎকার কেউ শুনে না।
মনে তার এক বুক কথা ভেঙে চুরে কয়
কেউ শুনে না, কেউ বুঝে না
সবাই তারে বোবা ভাবে । দুচোখে তার ভরা স্বপন- লুকিয়ে আছে।
কিন্তু নিংরিয়ে নিংরিয়ে পানি ঝরছে কেন ?
সেই কবে থেকে ঝরছে- এখনও ঝরা হয়নি
হয়তো পানিও না ওগুলো- রক্ত, তাজা রক্ত।
রক্তে রক্তে বয়ে যায় নদীর মতো- দূরে বহুদুরে
মিশে যাচ্ছে – সাগর মহাসাগরে ।
একদিন ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত পৃথিবী পর্যন্ত
কেউ তারে বলে ভূত, কেউ বলে প্রেত, কেউ বলে পরী।

বুকে তার দু:খ আছে ভরা অনেক ভরা
পিনোন খাদি* ছেড়া ছেড়া ক্ষত হয়েছে মন
সমস্ত শরীর আছর খাওয়া দাগ তার
এলো মেলো চুল – কত দিন হলো দাঁড়িয়ে আছে
কেউ তারে বলে ভূত, কেউ বলে প্রেত কেউ বলে পরী,
সবার কাছে রইল সে চির অচেনা
আমি তারে নাম দিয়েছি সে হলো নিশ্চিত
পাবিত্য চট্টগ্রামের হারিয়ে যাওয়া কল্পনা।

হিল্‌চাদিগাঙ

আগাজর তারা সান তারা নয় তুই
ভাবং মুই;
তুই স্বর্গ-স্বর্গত্তুন বেজ মনে অয়
পিথিমীত্তুন পুজোর গুরি ম' মনানে কয়।
সেন্দই আওঝ গুরি সাওঝ লোইনে মুই
আমিজে লং ত' নাং,
তুই মর হিল্ চাদিগাং।

তের' জাদি তের' ভেই
হ্‌াদে হ্‌াদ মিলিনেই,
বাজি আগন; বাজি আগন বঝর বঝর ধুরি
সুগ দুগো লাড়েই গুরি।
ত' বুগোত যদ' সুগ
হ্‌ারাং দুগ-সুগে ভরে ম' বুক।
এব' মুই মন পুরো ত' বুগোত
নিজেচ ফেলেই যাং,
তুই মর হিল্ চাদিগাং।

বেন্যেপোত্যে রাধা ডাগ
পেগো র-অ কিজিক-কাজাক,

পত্তিদিন বেল' পহ্‌রে
হ্‌াঝি ফুদে ঘরে ঘরে-সুগ দুগো সমারে।
সোনা দোও মিলিনে পেগ উড়ি যান
মুই কেজান কেজান পাং
তুই মর হিল্‌ চাদিগাং।

সাওন-ভাদ' মাঝ এলে
সোনা ধানত মনান গলে,
হ্‌ারি যাং মুই ভুয়ানি চেই চেই
উদে বুক জুড়েই।
শনডুবো সিরিসিরি কয়বার চিয়োং ফিরিফিরি
স্ববন দেগং তরে গিরি।
কয়বার কদকদিন ত' বুগোত মুই
ম' মনান তোগেই পাং
তুই মর হিল্‌ চাদিগাং।

মুরোমুরি ছড়াছড়ি
পুরি আগে কমলেত্তুন ধুরি।
কালা কালা ভঙরা
চড়ি বেড়ান বাঘ-ভালুক; উরিং-চঙরা।
রুবো বোডা সান সান-আগাজত উদে জুনান
মুই বানা চেই চেই থাং
তুই মর হিল্‌ চাদিগাং।

রাধামন-ধনপুদি, নিলংধন-নিলংবী
জনম লোইয়্যন ত' বুগোত জন্মেয়্যে শিবচরন কোবি।
ভাবি ভাবি লিগি যিয়োন কদক কি
আম্বক অন্‌ দেগি দেগি!
কি তুই দোল-গরে বানা ওলোঝোল
আওঝে গিনি যাং মুই ত' নাং,
তুই মর হিল্‌ চাদিগাং।
চাশা-২৮-৬-২০০০ ইং

টীকা (বর্ণানুক্রমে)

১। **আলামঃ** চাকমা মেয়েদের নিজস্ব হাতে বোনা কাপড়- যে কাপড়ে বিভিন্ন ধরনের ফুলের নকশা তৈরী করা থাকে। চাকমা মেয়েরা এই কাপড় দেখে দেখে বিভিন্ন কাপড়ে ফুল তোলে।

২। **আমাদিভাঝ ঃ** দৈববানীর ন্যায় কোন কথা । পুরনো চাকমা পুস্তকে এই শব্দের ব্যবহার অনেক আছে।

৩। **আঘরতারা ঃ** চাকমাদের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র আঘরতারা। এটি চাকমা হরফে লিখিত। লুরি বা রাহুলীরা এর পৌরহিত ছিল। এখনও এই লুরি / রাহুলীদের মাঝে মাঝে দেখা যায়।

৪। **উব'গীদ বা গেংখুলি ঃ** পালাগান। চাকমাদের চারন কবিরা এই গান গেয়ে থাকে। অনেক বড় বড় এই পালাগান- যা এক রাত দুই রাতেও শেষ হয় না। যেমন- রাধামন, ধনপুদি পালা, গোজেন লামা ইত্যাদি।

৫। **কানজাবা ভাদ ঃ** চাকমা সমাজে কোন ব্যক্তি মারা গেলে বাড়ীতে তার উদ্দেশ্যে কিছু ভাত রান্না করা হয়। শশ্মানে নিয়ে যাওয়ার আগে মৃত ব্যক্তির মুখে এই ভাত শেষ ভাত হিসাবে দেওয়া হয়। চাকমা ভাষায় এই ভাত 'কান জাবা ভাদ'। মানুষের বিশ্বাস, এর জন্য পরলোকে মৃত ব্যক্তির কোন অন্নের অভাব হয় না।

৬। **ঘিলা বা ঘিলাফুল ঃ** ঘিলা এক প্রকার জংলীলতার বিচি। এই বিচি দিয়ে ঘিলাখেলা চাকমা শিশুদের খুব প্রিয়। এই ফুলগুলো অদৃশ্য । কেউ দেখলে নাকি দৈবাত সে রাজা হয়ে যায়। অনেকটা ছাতার মত বড় নাকি এই ফুল।

৭। **চম্পকনগর ঃ** কিংবদন্তী অনুসারে চাকমাদের প্রাচীন আবাসভূমি। কিন্তু এই চম্পকনগর কোথায় এবং কিভাবে হারিয়ে গেল এ ব্যাপারে চাকমারা নিশ্চিত কিছু বলতে পারে না। অবশ্য সম্প্রতি এই নামে অনেক স্থানও বিভিন্ন দেশে পাওয়া গিয়েছে।

৮। **জুম ঃ** পাহাড়ের বুকে চাষাবাদ করাকে চাকমারা জুম চাষ বলে। প্রথমে পাহাড়ের জঙ্গল কেটে আগুনে পোড়ানো হয়। তারপর সেখানে ধান রোপন করা হয়।

৯। জুম্মবী ঃ কাল্পনিক মেয়ের নাম। জুম চাষ করে যে মেয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখে তার নাম জুম্মবী।

১০। **তেন্যেকানি ঃ** চাকমা মহিলাদের নিজস্ব হাতে বোনা একটি ছোট কাপড় বিশেষ। পুরুষরা কোমরে পড়ে থাকে।

১১। **ধনপাদা ঃ** চম্পকনগরের শান্তিপুর্ণ একটি ছোটগ্রাম। রাধামন ধনপুদিরা এখানে ছিল।

১২.। **পিনোন খাদি ঃ** নিজস্ব হাতে বোনা কাপড়। চাকমা মেয়েরা কোমরের নিম্নাংশে পড়ে থাকে পিনোন। আর খাদি হচ্ছে তাদের বক্ষ বন্ধনী।

১৩। **ফুরামোন ঃ** ফুরা অর্থ ভেদ করা আর মোন অর্থ পাহাড়। রাঙ্গামাটি জেলার মানিকছাড়ির পশ্চিমে এই পাহাড়ের অবস্থান।

১৪। **ফুগোংতুলী ঃ** পালাগানে বর্ণিত সুউচ্চ একটি পাহাড়। চাকমাদের ভালবাসার মিথ রাধামন- ধনপুদিরা এই পাহাড়ে নাগেশ্বর ফুল ছিড়তে গিয়েছিল।

১৫। **ফাত্তো ঃ** সচরাচর যেই কুকুর সব সময় ঘুরে বেড়ায়- যেখানে খাবার পায় সেখানেই খায় - এই সব ঘুরে বেড়ানো কুকুরগুলোকে চাকমা ভাষায় 'ফাত্তো' কুকুর বলা হয়।

১৬। **বিজগ ঃ** ইতিহাস। সম্ভবতঃ বিজয় গিরির নামানুসারে হয়েছে। আগে প্রতিটি চাকমা পরিবারে বংশ পরম্পরায় পুরুষদের নাম তালিকাবদ্ধ করে রাখত- একে চাকমারা বলে বিজগরাখা।

১৭। **ব্যুহচক্র ঃ** মানে ভবচক্র। বৌদ্ধধর্মের মতে তৃষ্ণা এবং অজ্ঞানতার কারনে মানুষ বার বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। কখনও মানুষ কখনও বা নিচু প্রানী - এভাবে যার যার কর্মের ফল নিয়ে বিভিন্ন-যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করতে হয়। এটাই হচ্ছে ঘোরাঘোরি। মানুষের যতক্ষন তৃষ্ণা ক্ষয় হবে না ততক্ষণ পর্যন্তজন্মগ্রহণ করতেই হবে।

১৮। **মোনঘর ঃ** জুমের পাহাড়ে চাকমাদের অস্থায়ী ছোটবাড়ী। জুমের ধান রক্ষনাবেক্ষনের সুবিধার জন্য এই ঘর।

১৯। **মোনবী ঃ** একটি কাল্পনিক মেয়ের নাম । সৌন্দর্যের প্রতীক। চাকমারা সুউচ্চ পাহাড়কে মোন বলে আর এই মোনে যে সৌন্দর্যবিলাসী যুবতীর বসবাস তার নাম মোনবী।

২০। **মেদোনী বার্গী ঃ** ও সৌন্দর্যের প্রতীক একটি গর্ভিনী পাখী। চাকমা কিংবদন্তিতে এই পাখীর বর্ননা অনেক পাওয়া যায়।

২১। **রাধা- কুড়ি ঃ** চাকমা ভাষায় রাধা অর্থ মোরগ আর কুড়ি মানে মুরগী।

২২। রাধামন ধনপুদি ঃ চাকমাদের ভালবাসার মিথ হল রাধানন ধনপুদি । পালাগানে তাদের বর্ননা চিত্তাকর্ষক।

২৩। **লাঙেল ঃ** জনশূন্য পাহাড়ের বুকে আকাঁ বাঁকা করে যে পথ চলে গেছে তার নাম লাঙেল। সচরাচর রাখালেরা গরু নিয়ে যায় এই পথ দিয়ে।

-থুম-

প্রব্রজ্জিত অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত কিশলয় চাক্‌মা ছোট থেকে কবিতা লেখা শুরু করেন। পাবর্ত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, বর্নাঢ্য সমাজ সংস্কৃতি প্রভৃতি তাঁর কবিতার প্রধান উপাদান। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি ধুলিকনার সাথে একাত্ম বলে তাঁর কবিতাগুলো দেশাত্মবোধের সৃষ্টি করে। চাক্‌মা ভাষায় তিনি প্রথম সনেট (Sonnet) লিখেন। তার জন্ম ১৯৭৫ সালে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার অর্ন্তগত মাটিরাঙ্গা থানার বলিপাড়া নামক গ্রামে। পিতা সুধীর কুমার চাক্‌মা একজন মধ্যবিত্ত কৃষক।

মাটিরাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার শিক্ষা জীবন শুরু । ১৯৮৫ সালে শিক্ষার উদ্দেশ্যে রাঙ্গামাটি যান। সেখানে "মোনঘর" নামক স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখালেখির মাধ্যমে একাধিকবার পুরস্কারও পান। "মোনবী" কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে এই প্রথম তার আত্মপ্রকাশ। তিনি সকলের দোয়াপ্রার্থী। শিবচরন লিটারেচার ফোরামের পক্ষ থেকে আমরা তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

প্রকাশক